178

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 18 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

গোষ্ঠীস্বার্থ কাকে বলে!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সহজ পদ্ধতিকে আরো সহজ করে ফেলা হয়েছে। আগে নিয়ম ছিল, তাদের পরীক্ষায় অংশ নিয়ে অন্তত পাস নম্বর টুকু পেতে হবে। এখন এই পাস নম্বর পাওয়ারও দরকার নেই; শুধু পরীক্ষায় অংশ নিলেই হবে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনারেল এডমিশন কমিটির এক সভা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে একটি পত্রিকা খবর দিয়েছে। ঐ কমিটির সভাপতি ভিসি ঘটনাটি সত্য বলে স্বীকার করে বলেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য পছন্দ করায় সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়েছে। তিনি এই সিদ্ধান্তের পক্ষে কি বিপক্ষে এই প্রশ্ন এড়িয়ে বলেছেন, তার মতামতে নাকি কিছু যায় আসে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে উৎকৃষ্ট বলে মনে হওয়ায় উচ্চশিক্ষার্থী ছেলেমেয়েরা অনেকটা পাগলের মতই এখানে ছুটে আসে। বোর্ডের পরীক্ষা শেষ করে আগেকার মতো এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি বাদ দিয়ে এখন তারা দ্বিগুণ উৎসাহে শুরু করে ভর্তির জন্য প্রস্তুতি। ফলে ভর্তি গাইড আর ভর্তি কোচিং ব্যবসায়ীদের পোয়াবারো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সিটের ওপর প্রতিবছরই চাপ বাড়ছে বৈ কমছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, ছাত্র সংগঠনগুলোও প্রতিবছরই আসন সংখ্যা বাড়ানোর দাবিতে মিছিল-মিটিং করছে। অব্যাহত চাপের মুখে কোন কোন বিভাগে আসন সংখ্যা বাড়ানোও হয় একটু-আধটু। মাস্টার্স পর্বে পর্যায়ক্রমে প্রিলিমিনারির ছেলেমেয়েদের নির্ধারিত আসন বাদ দিয়ে দেয়ার লক্ষ্য নিয়েও এগুচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। এতগুলো কথা বলার অর্থ একটাই- কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য যদি 'ভর্তি কোটা' বজায় রাখতেও হয়, সে ক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে যে, বিদ্যমান অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আসনের মূল্য অনেক। সুতরাং কোন যুক্তিতেই 'বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত'দের ভর্তি হবার বিদ্যমান 'সুযোগ'কে সহজ করতে করতে এমন করা যাবে না যে, তা প্রতিযোগিতার একেবারে বাইরে চলে যাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একটি 'পরিবারের মতো' বলে গণ্য করা হয় এবং চলে আসা রীতি অনুযায়ী মনে করা হয় যে, তাদের পোষ্যদের সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার ও পড়ার ক্ষেত্রে কিছু 'বাড়তি সুবিধা' থাকা উচিত। কিন্তু এই 'বাড়তি সুবিধা' দানের বিষয়ে এমন কোন সিদ্ধান্ত নেয়া কি উচিত, যা নির্লজ্জ গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারের নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়?

বিশজন 'মেধাবী' ছাত্রের রীতিনীতিবিরোধী ভর্তির ব্যাপারে ভিসি'র দেয়া আদেশ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যখন দারুণ বিপদে রয়েছেন, ঠিক তখনই সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও কর্মচারীদের পোষ্যদের ভর্তির ব্যাপারে এহেন 'সুযোগ' দানের সিদ্ধান্ত আমরা মনে করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিকে আরও মলিন করে দিয়েছে। নিজেদের পোষ্যদের 'উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ' নিশ্চিত করতে চাওয়াকে কেউ দোষ দেবে না, কিন্তু তা চাইতে গিয়ে যদি কেউ যা খুশি ব্যবস্থা করতে চায় তাকে বা তাদেরকে ঐ কাজ থেকে নিবৃত্ত করাই কর্তব্য। আজ বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের সভা বসছে বলে আমরা জানি। এডমিশন কমিটির একজন সদস্য বলেছেন, নতুন নেয়া ঐ সিদ্ধান্তকে অবশ্যই একাডেমিক কাউন্সিলের অনুমোদন পেতে হবে। আমরা প্রস্তাব করছি, একাডেমিক কাউন্সিল যেন জেনারেল এডমিশন কমিটির নেয়া ঐ চরম নীতিহীন সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে তার ভাবমূর্তি রক্ষায় সহায়তা করে।